সংবাদ

তারিখ 15 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

শিক্ষক ঐক্য পরিষদের মহাসমাবেশ

চাকরি জাতীয়করণ করুন না হলে রাজপথ ছাড়ব না

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

৩৬ বছর ধরে শিক্ষকতা করছি। ভাগ্যের কোন উন্নতি হয়নি। বেতন পায় একজন নাইট গার্ডের সমান ৫ হাজার ২৪৩ টাকা। এ টাকা দিয়ে না চলে সংসার, না চলে আমাদের ছেলেমেয়ের লেখাপড়া। 'নুন আনতে পানতে ফুরায়' অবস্থা এখন আমাদের। ১৯৮৯ সাল থেকে আমাদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন করে আসছি কিন্তু কোন সরকারই আমাদের কথা শুনছে না। এভাবেই তাদের জীবনের কথা বলছিলেন ৫৫ বছর বয়সী

চাকরি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

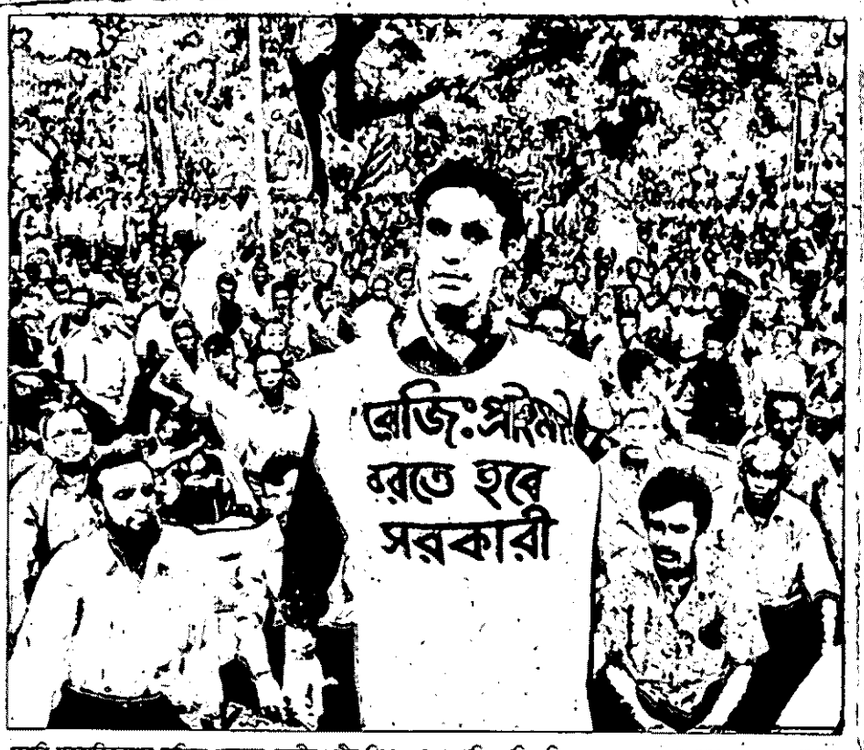

চাকরি সরকারিকরণের দাবিতে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা মহাসমাবেশ করে - সংবাদ

চাকরি : জাতীয়করণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধা খয়বর আলী। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদের মহাসমাবেশে যোগ দিতে তিনি এসেছেন রাজশাহী থেকে।

৪টি বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ২৪ হাজার রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লাখ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি এ মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহাসমাবেশ থেকে তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি এবং আজ দুপুর ১২টায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচির ঘোষণা করেন।

ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব আবদুর রহমান বাচ্চু, শিক্ষক নেতা শেখ আবদুস সালাম মিয়া, মাহবুবুল আলম, মুনছুর আলী হাবিবুর রহমান, মহিউদ্দিন খন্দকার, নাসির উদ্দিন আহম্মেদ, প্রভাত রঞ্জন বিশ্বাস, হুমায়ুন কবির এবং শিক্ষিকা নেত্রী অনিমা বিশ্বাস প্রমুখ।

মহাসমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের আশ্বাস দিয়ে ছিলেন, ক্ষমতায় গেলে তিনি বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করবেন। তার ক্ষমতার চার বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু আমাদের দাবি বাস্তবায়নের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ব না। প্রয়োজনে কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব। বক্তারা আরও বলেন, এক দেশে দুই নীতি চলতে পারে না। সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা যে কাজ করে থাকে আমরাও একই কাজ করে থাকি কিন্তু আমাদের জাতীয়করণের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে না। বেসরকারি শিক্ষকরা বেতনবৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এ মহাসমাবেশে সারাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।